

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

269361 - এমন দাতব্য হাসপাতালে দান করা, যে হাসপাতালরে মালকিরে ব্যাপারে দুর্নাম ছড়িয়ে আছে

প্রশ্ন

ভারতীয় উপমহাদেশে আমার শহরে একটি ক্যান্সার হাসপাতাল আছে। এ হাসপাতালটি গরীবদেরকে অনেকে সর্বো দয়িত্ব দিয়ে থাকে। এখানে ধনী-গরীব সবার সাথে সমান আচরণ করা হয়। দেশের সকল অঞ্চল থেকে চিকিৎসা ন্যায়ের দরদিররা এখানে আসে। অনেকে মানুষ এই হাসপাতালে দান করে থাকেন। কিন্তু হাসপাতালরে মালকি লোকটি রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। অনেকে মনে করেন, লোকটির চরিত্র নাই। তার সম্পর্কে নানা রকম কথাবার্তা শুনায়। কোন কোন কথা বাস্তবে সঠিক। আমার প্রশ্ন হচ্ছে: এ ধরণের হাসপাতালে দান করা কি আমাদের জন্য জায়যে হবে; যাত করে গরীবদেরকে সহযোগিতা করা যায়। কিন্তু, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, কিছু কিছু অর্থ হাসপাতালরে মালকি নিজের খয়ে ফলেবে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের একটি মনটিরই বোর্ড রয়েছে। তারপরও আমাদের দানের পুরাতুকু ১০০% রোগীদের কাছে যাচ্ছে কনি সটো জানার সুযোগ নাই। কিন্তু, হাসপাতাল যে চিকিৎসা দিয়ে এ বাবদ কিছু অর্থ মালকিরে পকটে যায়; পুরাতুকু নয়। এই হাসপাতালকে সরকার অনুদান দিয়ে না। দান-ই এ হাসপাতালরে আয়রে একক উৎস?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

যদি এ হাসপাতাল থেকে গরীব-মসকীনরা সর্বো পায়, যমেনটি আপনি উল্লখে করছেন তাহলে এখানে দান-সদকা করতে কোন অসুবিধা নাই; যাত করে হাসপাতালটি সফল হয় ও চালু থাকে। বিশেষতঃ যহেতু হাসপাতালকে সরকার অনুদান দিয়ে না।

এ লোকের ব্যাপারে সর্ববোচ্চ যা বলা যায় সটো হচ্ছে- লোকেরো সাধ্যানুযায়ী সম্পদের উপর থেকে এ লোকের কর্তৃত্ব প্রতহিত করার চেষ্টা করবে; সটো ভাল কোন মনটিরই কমটি গঠনের মাধ্যমে হোক কথিবা জোরালো সামাজিক চাপ তরী করার মাধ্যমে হোক কথিবা অন্য কোন মাধ্যমে হোক।

যদি সম্পদের উপর ও রোগীদের অধিকারের উপর তার সীমালঙ্ঘন প্রতহিত করা সম্ভবপর না হয় তাহলে কোনটা কল্যাণ সটো দেখতে হবে:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যদি হাসপাতালকে দান করার মধ্যমে কল্যাণেরে দকি প্রবল অগ্রগণ্য হয় এবং হাসপাতালরে উপকাররে পরধি বি্যাপক হয় এবং এ লোকরে দ্বারা য়ে আর্থকি দুর্নীতি হয় সটো মানুষরে য়ে সবো ও রোগীদরে য়ে চকিৎসা দয়ো হয় সটোর তুলনায় তুচ্ছ হয় সক্ষেত্রে এই হাসপাতালে দান করতলে কোন অসুবিধা নহে।

আর যদি দান হিসেবে কোন সামগ্রী দয়ো যায় যমেন- ঔষধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তাহলে এ লোকরে অনষ্টি প্রতহিত করা সম্ভব, কথিবা কমানো সম্ভব; সক্ষেত্রে সামগ্রীর মাধ্যমে দান করাটাই অধিকতর উত্তম হবে।

আর যদি কটে সাবধানতা অবলম্বন করে তার দানরে অর্থ নজি সরাসরি গরীবদেরকে দতিে চায়, যাতলে করে সটো গরীবদের কাছে পটোঁছার বি্যাপারে ব্যক্তি নজিে নিশ্চিতি হতলে পারে তাতলেও কোন অসুবিধা নহে। যহেতলে গরীব ও নঃস্ব রোগীর সংখ্যা অনকে; যারা এই হাসপাতালে আসনে কথিবা অন্য কোন হাসপাতালে যান। কথিবা রোগী নন এমন গরীব-মসকীনও।

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেসে করা হয় য়ে, আমাদরে বিভাগে ‘জামইয়্যা খাইরিয়্যা’ (দাতব্য সংস্থা) এর একটা শাখা আছে। আমার সম্পদরে যাকাতরে কছু অংশ এ প্রতষ্ঠানে দয়ো কি জায়যে হবে?

জবাবে তিনি বলেন: এ প্রতষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ যদি দ্বীনদারী ও ইলমদি ক থেকে নিঃস্বয়োগ্য হন তাহলে তাদরেকে আপনার যাকাতরে কছু অংশ সমর্পণ করতলে কোন আপত্তি নহে। আপনি তাদরেকে জানয়িে দবিনে য়ে, এটা যাকাতরে মাল; যাতলে করে তারা এই অর্থ সাধারণ সদকা হিসেবে বিতরণ না করে।

আর আপনি যদি তাদরে সম্পর্কে না জাননে তাহলে উত্তম হচ্ছলে- আপনার যাকাত আপনি নজিে বিতরণ করবনে। বরং সাধারণ বিধান হচ্ছলে- নজিে বিতরণ করাটাই উত্তম। কেননা ব্যক্তি নজিেরে যাকাত নজিেই আদায় করলে, সটো যাকাতরে হকদারদের কাছে পটোঁছার বি্যাপারে সুনিশ্চিতি হবে, এটা পটোঁছাতে গয়িে য়ে কষ্ট সলে শকার করলে সটোর জন্য সলে সওয়াব পাবে- এটা অধিকতর উত্তম অন্য কাউকে দয়িে যাকাতরে সম্পদ বিলিকিরানের চয়ে।[ফাতাওয়া ‘নুরুন আলাদ দারব’ (৭/৪০৮) থেকে পরমির্জতি ও সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।